চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর

ইছানগর, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

www.bfdc.gov.bd

ভূমিকা:

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) দেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, মৎস্য শিল্প স্থাপন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ, কাপ্তাই লেক, হাওর ও সমুদ্র হতে আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন, প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধিতে কর্পোরেশনের ১৫ টি ইউনিট ভূমিকা রাখছে। কর্পোরেশনের বিদ্যমান ইউনিটসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মৎস্য ট্রলার মেরামতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর প্রতিষ্ঠা:

জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্ণফুলী থানার ইছানগরে ১২২.৪৫ একর জায়গায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ১০টি সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। ট্রলারসমূহের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, আহরিত মাছ অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সনে জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের বিভাগসমূহ:

১) প্রশাসন বিভাগ
২) মেরিন ওয়ার্কশপ এন্ড ডকইয়ার্ড
৩) মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড
৪) মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ ইউনিট
৫) হিসাব বিভাগ
৬) ট্রলার বহর বিভাগ
৭) রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ

সুবিধাদি:

১) মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়
২) ফিশিং ট্রলার/জাহাজ ডকিং/আনডকিং
৩) ফিশিং ট্রলার/জাহাজ/পন্টুন মেরামত
৪) মৎস্য অবতরণ সুবিধা প্রদান
৫) বরফ উৎপাদন ও সরবরাহ
৬) জাল মেরামত সুবিধা প্রদান
৭) জাহাজসমূহের বার্থিং সুবিধা প্রদান
৮) ট্রলার বহর পরিচালনা

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের অবদান:

- কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর FAO এর সহযোগিতায় বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের উপর ১৯৬৬ হতে ১৯৭২ সন পর্যন্ত প্রথমবারের মত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা সম্পন্ন করে। এতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরীপ, মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের অবস্থান নির্ণয়, বাণিজ্যিক প্রজাতির মাছ সনাক্তকরণসহ মৎস্য সম্পর্কীয় মৌলিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়। এ গবেষণায় নিম্নোক্ত ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়:
  ১) সাউথ প্যাচেজ।
  ২) এলিফ্যান্ট পয়েন্ট।
  ৩) ইষ্ট অব সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড।
  ৪) সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড।
  এ জরিপে তথ্যের ভিত্তিতে বংঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে ।
- প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার ও অন্যান্য নৌযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক মেরিন ওয়ার্কশপ স্থাপন করে সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরে সেবা প্রদান করে আসছে।
- ১৯৭২ সনে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ট্রলার বহর বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। আহরিত সামুদ্রিক মাছ পর্যায়ক্রমে ঢাকা মহানগর ও অন্যান্য স্থানে জনপ্রিয়তা লাভ করে।
- চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ছোট ছোট কাঠের পাল তোলা দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারের গোড়াপত্তন করে।
- দেশে প্রথমবারের মত কার্পাস সূতার জালের পরিবর্তে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর নাইলন সূতার জাল প্রচলন করে এবং তিনটি জাল কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে এ শিল্পের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ট্রলার বহর:

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ১০টি ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। দেশে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করে কর্পোরেশন। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিশিং ট্রলারসমূহ দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য আহরণের কাজ চলমান আছে। বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রুপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে।

এফ.ভি. রুপচান্দা

এফ.ভি. দাতিনা

মেরিন ওয়ার্কশপ এন্ড ডকইয়ার্ড:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৩৫০ টন ও ২৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি পৃথক স্লিপওয়ে বিশিষ্ট একটি মেরিন ওয়ার্কশপ এন্ড ডকইয়ার্ড রয়েছে। দেশীয় ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামতের জন্য এ ডকইয়ার্ড তৈরী করা হয়। এ ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বছরে ৩০-৩৫ টি ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা হয়। এখাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক গড়ে ৪ কোটি টাকা আয় হয়।

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড:

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি ও স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট, ইত্যাদি ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ডকইয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। এতে ২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্লিপওয়ে রয়েছে। এতে বছরে কমপক্ষে ৪৮টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের সুযোগ আছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে কর্ণফুলী নদীর তীরে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে ২০টি বড় আকারের মাছধরা ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়। উদ্বোধন পরবর্তী ২ মাসে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ছোট ও মাঝারী সাইজের জাহাজ, বার্জ, ফিশিং ট্রলার ইত্যাদির ডকিং-আনডকিং, নির্মাণ ও মেরামত সুবিধাদি প্রদান করা।
- নতুন পন্টুন, বার্জ, ফিশিং ট্রলার, টাগবোট ইত্যাদি তৈরী করা।
- দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে নতুন জাহাজ নির্মাণে আকৃষ্ট করা।
- ডকিং-আনডকিং ও মেরামত সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

যন্ত্রপাতি

বিবরণ	পরিমাণ
প্রধান প্রধান অঙ্গ	➢ ২০০ মিটার দীর্ঘ স্লিপওয়ে - ২টি ➢ উইঞ্চ মেশিন - ১টি ➢ বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন - ১টি ➢ টি হেড জেটি - ১টি ➢ ডলফিন জেটি - ৬টি ➢ প্লেট বেন্ডিং মেশিন - ১টি ➢ প্লেট কাটিং মেশিন - ১টি ➢ গ্যান্ট্রিক্রেন - ১টি ➢ ক্রাডল ট্রলি - ২৪টি ➢ ক্যাপস্টেন ও বোলার্ড - ১৮টি

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের গ্যান্ট্রিক্রেন

মাল্টিচ্যানেল ডকইয়ার্ডের স্লিপওয়ে

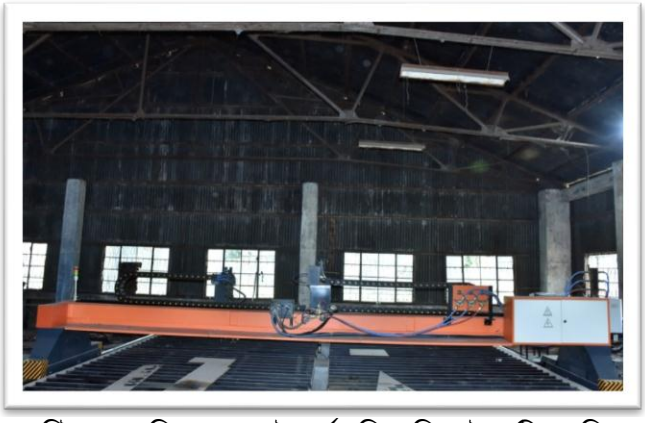

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের সিএনসি প্লেট কাটিং মেশিন

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের সিএনসি প্লেট বেন্ডিং মেশিন

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের টি-হেড জেটি

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের টি-হেড জেটিতে বার্থিংরত ফিশিং ট্রলার

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের ডলফিন জেটি

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের উইঞ্চ মেশিন

মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৪০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন কোল্ডস্টোরেজ ও ১৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্লাস্টফ্রিজার সমন্বিত একটি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা রয়েছে। যার মাধ্যমে রপ্তানীকারকদের সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা দেয়া হয়। কারখানাটি দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় এর উৎপাদন ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অচিরেই কারখানাটি সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হবে। এখাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক গড়ে ৭০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

ফ্রোজেন স্টোরে সংরক্ষিত মাছ

বেসিন সুবিধা:

সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার বার্থিং এর জন্য জাপান সরকারের সহায়তায় ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ০২ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি বেসিন খনন করা হয়। এ বেসিনে ৭০-৮০ টি দেশীয় ফিশিং ট্রলার বার্থিং এর সুযোগ রয়েছে। পলি জমে বেসিনটি বর্তমানে ভরাট অবস্থায় আছে। অচিরেই বেসিনের খনন ও সংস্কার কাজ করা হবে।

বেসিন

অকশন শেড:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের অন্যতম রাজস্ব আয়ের উৎস অকশন শেড প্রায় ০২ একর জায়গার উপর নির্মিত। দেশীয় ফিশিং ট্রলারের নিরাপদ জাল মেরামত, ফিস ল্যান্ডিং, নেট ল্যান্ডিং এবং স্টোরিং এর সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান। এছাড়া অকশন শেডকে যুগোপযোগী করতে "সাসটেইনেবল কোস্টাল এবং মেরিন ফিশারিজ" প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অকশন শেড সংলগ্ন বেসিন খনন করা হলে এ শেডের সম্মুখে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারসমূহ সরাসরি ভিড়তে পারবে। এ সকল ট্রলারের মাছ সহজে অকশন শেডে অবতরণ করানো যাবে। এতে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের আয় বৃদ্ধি পাবে। এ সকল খাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা আয় হয়।

অকশন শেড

অকশন শেডে জাল মেরামত

অকশন শেডের নদীর তীরবর্তী অংশে মৎস্য অবতরণ

বার্থিং সুবিধা:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের সন্মুখভাগে কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারের বার্থিং সুবিধা প্রদান করা হয়। ফিশিং ট্রলারসমূহে পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা দেওয়া হয়। এখাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক ১ কোটি টাকা আয় হয়।

টি-হেড জেটিতে ফিশিং ট্রলার বার্থিং

আয়-ব্যয় ও লাভ:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০৩০.০৭ লক্ষ টাকা আয়, ৬৮০.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় ও ৩৫০.০৬ লক্ষ টাকা অপারেশনাল লাভ হয়।

জনবল:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে সর্বমোট ৮৮ জন স্থায়ী ও ৪৪ জন দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক কর্মরত আছে।

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের জমির স্কাচ ম্যাপ:

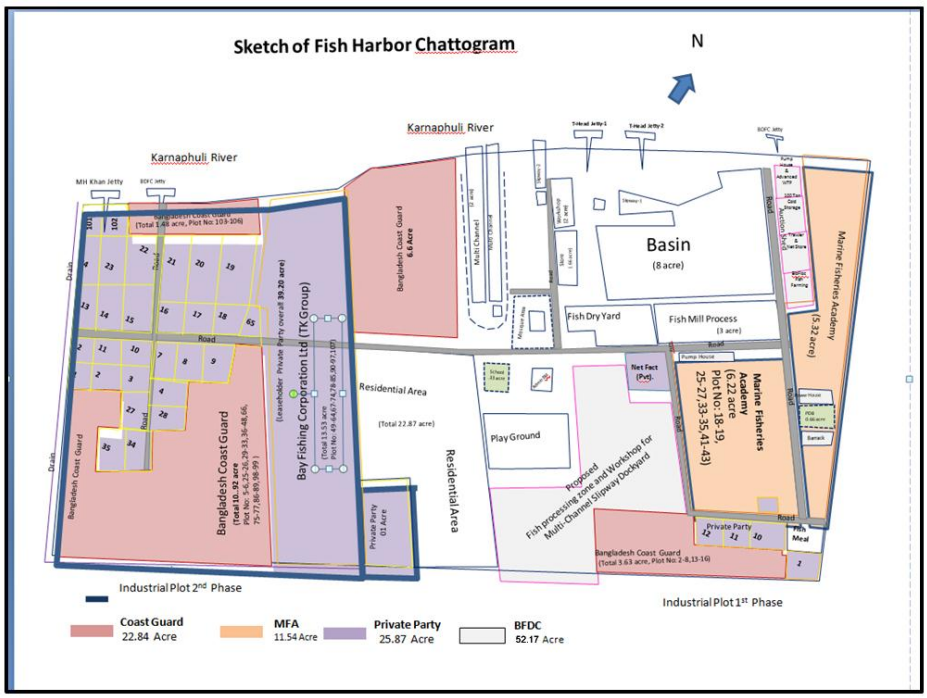

জমির ব্যবহার:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ১২২.৪৫ একর জমির মধ্যে প্রাইভেট মৎস্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ২৫.৮৭ একর, প্রাইভেট জাল কারখানা ০.৬৬ একর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ১১.৫৪ একর, পিডিবি ০.৬৬ একর, নদী সিকস্তী ৮.৭১ একর এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ২২.৮৪ একর জমিতে অবস্থান করছে। চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ, ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং, ফিশিং ট্রলার/পন্টুন মেরামত, মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি, বরফ উৎপাদন-সরবরাহ, জাল মেরামত প্রভৃতি কার্যক্রম ও স্কুল, মসজিদ, রাস্তাসহ প্রায় ৫২.১৭ একর জমি ব্যবহার করছে।

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

(১) প্রশাসন ভবনের সামনের ১০ একর জমিতে 'ফিস প্রসেসিং এন্ড এক্সপোর্ট কমপ্লেক্স' নির্মাণ করা হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য ভারতসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাবে। এ কমপ্লেক্সে রেডি টু কুক ও রেডি টু ইট মৎস্য পণ্য তৈরীর ব্যবস্থা থাকবে।

প্রস্তাবিত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা

(২) বেসিন খনন এবং নাব্যতা রক্ষার জন্য ওয়াটার লক গেইট নির্মাণ করা।
(৩) বিদ্যমান মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার আধুনিকায়ন করা।
(৪) অকশন শেড আধুনিকায়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে লাভজনক করা।
(৫) প্রধান গেইট সংলগ্ন ফিশ মিল প্ল্যান্ট আধুনিকায়ন করা।
(৬) মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের জন্য পূর্ণাঙ্গ কারখানা স্থাপন করা।
(৭) অকশন শেডের উত্তর পার্শ্বে নদী সংলগ্ন অংশে পাম্প হাউজ ও সুপেয় পানি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা।
(৮) অকশন শেডের উত্তর পার্শ্বে ৫০ টনের দুটি কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করা।
(৯) আধুনিক শুটকি উৎপাদনের জন্য অকশন শেডের সম্মুখভাগে মেকানিক্যাল ফিশ ডায়ার স্থাপন করা।
(১০) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা।

উপসংহার:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ এবং সামুদ্রিক ফিশিং ট্রলার মেরামত/নির্মাণের নিমিত্ত আধুনিক কর্মকৌশল গ্রহণ করত: যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর একটি মৎস্য বন্দর প্রতিষ্ঠায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছে।